বৃক্ষ শত্রুর শাস্তি চাই

ক্ষমতাসীন দলের মহাসচিবের জেলার একটি উপজেলা মনোহরদী। সেখানে একজন নির্বাহী অফিসার আছেন যার নাম মোঃ ফসিউল্লাহ। এই ফসিউল্লা ৮ মাস আগে সিদ্ধান্ত দেন মনোহরদী উপজেলায় কোনো শিরীষ গাছ থাকতে পারবে না। কারণ তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং সে গাছ নাকি ঝগড়াটে। সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করায় মনোহরদী উপজেলা এখন শিরীষ গাছশূন্য। মনোহরদীর ইউএনও বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ নন। তার পরও তার খামখেয়ালীর মাশুল দিল মনোহরদীবাসী। কারণ মনোহরদী এখন শিরীষ গাছশূন্য। প্রধানমন্ত্রীসহ প্রশাসনের সবাই 'যখন গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান' বলছেন, তখন সামান্য একজন ইউএনও বলছেন, 'গাছ কাটুন, পরিবেশ বাঁচান'। বৈপরীত্য কাকে বলে! ৮ মাস ধরে একটি উপজেলায় পাগলের পাগলামি চলল, কেউ তা দেখলেন না কেন? সময়মতো দেখলে মনোহরদী অন্তত শিরীষ শূন্য হতো না। এসব পাগল সামলাতে জাতিকে আর কত মাশুল দিতে হবে?

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

হামাস বিতর্ক

এত দিন ফাত্তাহর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে ভঙ্গুর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। টানা ১৬ বছর ধরে তার নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কিন্তু সারা বিশ্বকে অবাক করে এবারের সংসদ নির্বাচনে ৭৫টি আসন বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় হামাস। হামাসের এই বিপুল বিজয় সবার কাছেই অপ্রত্যাশিত এবং এ জন্যই ঐতিহাসিক। হামাসের বিজয়ের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ ফাত্তাহর দুর্বল নেতৃত্ব, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছে। এ কথার সত্যতা পাওয়া যায় হামাসের কর্মকান্ডে। হামাস একটি সংঘবদ্ধ দল। তারা দুটি ইউনিটে কাজ করে। একটি পলিটিক্যাল ইউনিট। তাদের কাজ হলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা। আর হামাসের সেবা ইউনিটের কাজ হলো উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে যথাসম্ভব সার্বিক সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা। এ জন্য তারা স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চিকিৎসা ক্যাম্প ইত্যাদি। এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ব্যাপক আনুকূল্য লাভ করতে সমর্থ হয়। যার অনিবার্য পরিণতিতে তারা সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

হামাস ইসরায়েলি আগ্রাসননীতির মরণপণ বিরোধী। ফলে আবশ্যিকভাবে ইসরায়েলের কাছে তাদের পরিচয় সশস্ত্র, সন্ত্রাসী দল হিসেবে। আবার জনগণের আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে তারা গণতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও জয়লাভ করেছে। এখন তারা সরকার গঠন করবে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান দেশগুলো ফিলিস্তিনের প্রতি সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়ে নিজেদের শঠতা ও মুর্খতাই জাহির করছে। তাদের শর্ত হলো, সাহায্য পেতে হলে হামাসকে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। যারা এ কথা বলতে পারে তারা কেন ইসরায়েলি দখলদারিত্ব হারিয়ে ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজ ভূমিতে পুনর্বাসন করে দিতে পারে না? এখন তারা নির্বাচিত একটি দলকে (হামাস) সাহায্য করবে না বলে যে হুমকি দিচ্ছে, তা তো তাদের নিজেদেরই প্রচার করা 'গণতান্ত্রিক ধারণা'র বিরোধিতা করা। এর আগে আমরা ইউরোপের আরেক দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্র আলজেরিয়ার ক্ষেত্রেও পশ্চিমাদের এমন মোড়লিপনা প্রত্যক্ষ করেছি।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো, হামাস সশস্ত্র সংগঠন ঠিক আছে, কিন্তু তারা যে সন্ত্রাসী নয় সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বজনমতের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে।

সানজিদ আল আহসান
লোহাগড়া, মুন্সীগঞ্জ

অরক্ষিত জলমহাল

প্রবাদের মতো একটি কথা চালু আছে যে, 'বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ।' সঙ্গে এটাও প্রচলিত আছে, 'বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ।' কিন্তু হতাশার বিষয় হলো, লোকমুখে কথা দুটি বহুল প্রচলিত হলেও দেশের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি খাতই সবচেয়ে বেশি অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার। 'জাল যার, জল তার' এই স্লোগানের আওতায় দেশের প্রত্যেকটি জলমহাল মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেয়ার কথা থাকলেও বাস্তবতা এর শতভাগ বিপরীত। এখনো একশ্রেণীর মামলাবাজ, সন্ত্রাসী ও জবরদখলকারী দখলে দেশের সিংহভাগ জলমহাল। জেলেরা সেখানে প্রবেশের অনুমতি পায় না। আবার লুকিয়ে মাছ ধরতে গেলে জাল পুড়িয়ে ফেলে।

যারা পেশায় মৎস্যজীবী, তাদের ফসলি জমি নেই বললেই চলে। তাই জলমহালগুলো থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা চরম সংকটের সম্মুখীন। ধার দেনা করে পরিবার চালাতে হচ্ছে। সুদে টাকা নিয়ে জাল কিনতে হচ্ছে আবার সেই জাল হারিয়ে দিচ্ছে হার্মাদ লুটেরার দল। ফলে জলমহালগুলোর ওপর কার্যত কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে নির্বিচারে মাছ শিকার চলছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রজাতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ইদানীং সরপুঁটি, কালিবাউস, বোয়াল, আইড়, চিতল, মাগুর, পাবদা, রানী বাঁচা চিবুড়িসহ দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বলতে গেলে চোখেই পড়ে না।

সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে যেসব লুটেরা এভাবে জলমহালকে কুক্ষিত করে রেখেছে, অচিরেই এদের হাত থেকে উদ্ধার করা না গেলে পরিবেশ, দেশ ও জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

সজল মিত্র
তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ

বিভ্রান্তির বিজ্ঞাপন

বর্তমানে প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলো বেশির ভাগই অপ্রাসঙ্গিক। শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, অনেক সময় অকল্যাণকার কাজে উৎসাহিতও করেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ঈগলু আইসক্রিমের একটি বিজ্ঞাপন দেখে অবাক হয়েছি। বিজ্ঞাপনটিতে দেখানো হয়েছে, একটি ছেলেকে মেয়েটি তার ফোন নম্বর দেয় টাকার ওপর লিখে। এখন বিষয়টি হলো, টাকার ওপর লেখা আইনত অপরাধ। অথচ বিজ্ঞাপনে বিষয়টি যোগ করায় বিশেষ করে টিনেজদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

নিসা, সাভার

নিষিদ্ধ পলিথিন

আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত পাঠক। বর্তমান সরকার পলিথিন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত রোজার মাস থেকে পলিথিন পথেঘাটে, দোকানে নানা স্থানে ব্যবহার

করতে দেখা যাচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কারখানায় পলিথিন তৈরি হচ্ছে? পলিথিন দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ঢাকার প্রায় ৪০টি কারখানায় প্রতিদিন ২ কোটিরও বেশি পলিথিন ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। তা কীভাবে সম্ভব! শুধু আইন করে আইনের বাস্তবসম্মত প্রয়োগ নিশ্চিত না করে অলস বসে থাকলে নাগরিক অধিকার রক্ষা হয় না। তাই পরিবেশের প্রতি সাংঘাতিক হুমকি পলিথিন বন্ধে প্রচলিত আইনের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

বনজু, ধানমন্ডি, ঢাকা

টাকার ক্ষমতা

সাদা হোক আর কালোই হোক, বৈধ হোক আর অবৈধই হোক, হক রোজগার করে অথবা চুরি টাকা বড়ই মিষ্টি। টাকার ক্ষমতার কোনো হেরফের নেই। টাকার হাতছানি ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবাইকে টানে। টাকা হলে রাতারাতি বড় রাজনীতিক হওয়া যায়। নমিনেশন কেনা যায়, জনগণের ভোট পাওয়া যায় এবং মন্ত্রিত্বও কেনা যায়। টাকা হলে মিডিয়া সম্রাট হওয়া যায়। একের পর এক পত্রিকা ও টিভির মালিক হওয়া যায়। আর প্রগতিশীলতার দাবিদার প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কলাকুশলী যারা সারা জীবন নীতিবাক্য চর্চায় মশগুল থেকেছে, কালো টাকা, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কলমের পর কলম ভেঙেছে, তাদেরও কেনা যায়। তখন আর এই খ্যাতনামা কুশীলবরা আর নব্য মিডিয়া সম্রাটদের এত টাকার উৎস খোঁজে না। এমন প্রশ্নও আর তোলে না যে, রাতারাতি এতো টাকা এরা কোথায় পেল, কীভাবে পেল। বা ১০/২০ বছর আগে এরা কোথায় ছিল? বরং টাকার মিষ্টি গন্ধে সুরসুর করে টাকার বগলদাবা হয়ে যায়। যা দেখে আরো অনেকেই রাতারাতি টাকার পাহাড় বাজাতে চায়। নমিনেশন, ভোট এবং মন্ত্রিত্ব কেনার পর মিডিয়াই জগতে পা বাড়ায়। ধিক পণ্যতুল্য সে সব খ্যাতনামাদের।

আবুল হাসেম
ত্রিপলী, লিবিয়া

জীবনের খণ্ডচিত্র

স্ন্যাপ শট

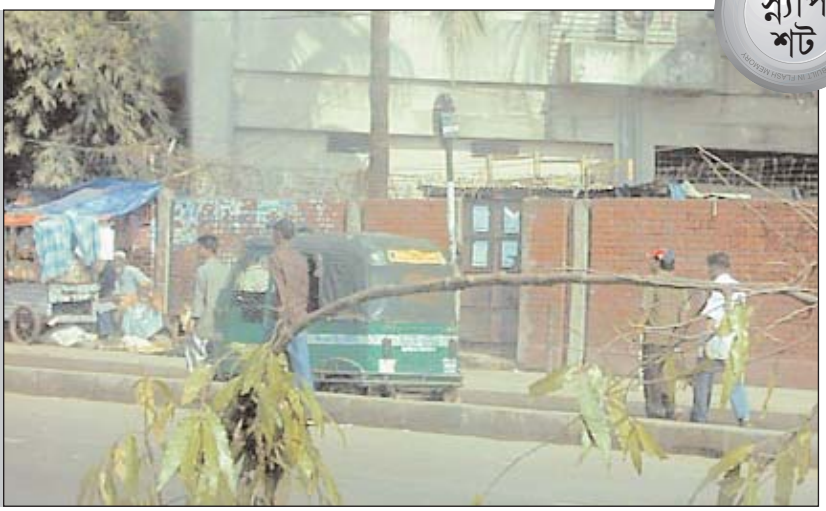

এই নুয়ে পড়া গাছটির মতোই অবস্থা ঢাকার অধিকাংশ সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের।

মহাখালী রেলক্রসিং থেকে ছবিটি তুলেছেন **সাজিদ রায়হান**, বনানী, ঢাকা।

....

ক্যামেরা বা মোবাইল ক্যামেরায় তোলা যেকোনো ব্যতিক্রমী ছবি। সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন।

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০

৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: sshot@shaptahik2000.com

এসইসি সমীপে

আমরা সাধারণ বিনিয়োগকারী। প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইপিওতে আসার কার্যক্রমের সময় ব্যাংকের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক যে জাল- জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল, তা মনে হলে আজও ভয়ে আতকে । ব্যাংকের মালিক যদি হয় দুর্নীতিপরায়ণ, তাহলে নিজের ব্যাংকে হাজার হাজার ভুয়া ব্যাংক হিসাব খুলে তার বিপরীতে বিও হিসেব খুলতে পারে। সেটাই করেছিল আওয়ামী লীগের ঐ সাংসদ। চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জ ও আসকারাবাদের দুটি ঠিকানা ব্যবহার করে প্রিমিয়ার ব্যাংকের গুলশান, মহাখালী ও ইমামগঞ্জ শাখায় খোলা হয়েছিল হাজার হাজার ব্যাংক হিসাব। আর এ রকম ভুয়া ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ডিপি (ডিপোজিটরি পার্টিসিপেট) ব্যবহার করে খোলা হয়েছিল ২৫ হাজার বিও হিসাব। আরও ৫ হাজারের বেশি বিও ছিল ঠিকানাবিহীন। প্রিমিয়ার ব্যাংকের ডিপি থেকেসেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড কম্পিউটার ব্যবস্থায় এ বিও হিসাব খোলা হয়েছিল। একটি ঠিকানা ব্যবহার করে খোলা হয়েছিল ১৫ হাজার বিও হিসাব। এটা ছিল জালিয়াতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুটে নেওয়ার ব্যবস্থা। সাধারণ ছোট অঙ্কের বিনিয়োগকারীরা হতো ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের শ্রম কষ্টে সংগৃহীত টাকার বিনিয়োগ সবই হতো বঞ্চিত। এসইসির কাছে অনুরোধ আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে যমুনা ব্যাংক আইপিও-এর টাকা সংগ্রহ শুরু করবে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কথা চিন্তা করে তদন্ত করুন, যাচাই বাছাই করে দেখুন যমুনা ব্যাংকের কার্যক্রম। আমি বলছিনা যে আওয়ামী লীগের ঐ সাংসদের মত সবাই দুর্নীতিবাজ তবুও সাবধানের মার নাই। আর আমাদের এ দেশে কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন। নীতি আদর্শের ছাপ খুব কম জায়গায়ই দেখা যায়।

বর্তমান সরকার যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছে পূর্বের পদ্ধতি বাতিল করে, তাতে অল্প কিছু টাকা দিয়েই অংশীদার হতে পারে একটা বড় কোম্পানি। এসইসির কাছে অনুরোধ, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা যাতে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় দুর্নীতিবাজদের কারণে। কিছু কোম্পানি মাঝেমধ্যে আইপিও অনুমোদন পায় যাদের চালচুলা কিছুই নেই। শুরু থেকেই লোকশান দেখায়, লভ্যাংশ দেয় না। এজিএম করে না, শেয়ার বেচাকেনার জন্য ডিএসসিতে তালিকাভুক্ত পর্যন্ত হতে পারে না। কোটি কোটি টাকা নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করে এ সব কোম্পানি। এসব কোম্পানির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বিনিয়োগকারীদের আম-ছালা সবই হারাতে হয়। এসইসি যেহেতু পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, তাই সব ধরনের জালিয়াতি থেকে এ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সৌরভ খান
scontact 05 yahoo.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য **www.energybangladesh.org** নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। নাগরিক কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।